বরকতায়ন

নিয়মিত দান

আনে কল্যাণ অফুরান

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন
quantummethod.org.bd

কমেছে চিকিৎসা-ব্যয়

অধ্যাপক তানিয়া আফরোজ
[বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়]

গত পাঁচ বছর ধরে আমার পরিবারে চিকিৎসা-ব্যয় নেই বললেই চলে। এমনকি ঋতু পরিবর্তনের সময় চারপাশে অনেকের জ্বর-সর্দি হয়। কিন্তু আমরা এসব রোগবালাই থেকে মুক্ত থাকি। আগে সন্তানদের নিয়ে আমার সবসময় দুশ্চিন্তা হতো। নিয়মিত দানের বরকতে এখন তা হয় না।

গত বছর আমি হজ পালন করতে গিয়েছিলাম। হজের সব আনুষ্ঠানিকতা যেন ভালোমতো সম্পন্ন হয়, এ নিয়তে দান করি। আমরা যে কাফেলায় ছিলাম, ফেরার পথে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আমি আল্লাহর রহমতে সুস্থ ছিলাম।

নিরাপত্তাবোধের উৎস দান

ইঞ্জিনিয়ার আশরাফুল ইসলাম
[সহকারী প্রকৌশলী, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন]

আমি যখন বুয়েটে পড়ি, তখন থেকেই মাটির ব্যাংকে নিয়মিত দানের অর্থ জমা করি। আমি দেখেছি, এর ফলে পড়ালেখা, পরিবার ও পেশাজীবন—প্রতিটি ক্ষেত্রেই সহপাঠী বন্ধুদের চেয়ে আমার পথচলা স্রষ্টা অনেক সহজ করে দিয়েছেন। এ-ছাড়াও পেশাগত প্রয়োজনে আমাকে বিভিন্ন স্থানে যেতে হয়। সবসময় আমার মাঝে এক ধরনের নিরাপত্তাবোধ কাজ করে। আমি মনে করি, এই নিরাপত্তাবোধের উৎস নিয়মিত দান।

পরিবারে শান্তি বেড়েছে

তপন কুমার দত্ত
[ব্যবসায়ী]

প্যানিক ডিজঅর্ডারের জন্যে ১০ বছর আমি ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ খেয়েছি। কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ হতে পারি নি। ২০১৬ সালে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশ নেয়ার পর থেকে আমি নিয়মিত ধ্যান ও দানের চর্চা শুরু করি এবং কিছুদিনের মধ্যে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাই।

আমার স্ত্রীও নিয়মিত দান করেন। দানের চর্চা আমাদের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। দাম্পত্য জীবনে আমরা খুব সুখী। প্রভুর কৃপায় বিয়ের ১৫ বছর পর আমাদের ঘরে এবছর একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিয়েছে।

শুরু করেছি নিজস্ব দোকান

মো. সোহাগ
[উদ্যোক্তা]

ছয় বছর আগে আমি যে দোকানে চাকরি করতাম, সেখানে কোয়ান্টামের একজন সদস্য একবার মাটির ব্যাংক নিয়ে এলেন। দান করতে উদ্বুদ্ধ করলেন আমাদের। আমিও বিশ্বাস নিয়েই দান করতে শুরু করলাম। কিছুদিনের মধ্যেই লক্ষ করলাম, আমার উপার্জনে বরকত হচ্ছে। সবসময় চাইতাম, আমি ব্যবসা করব এবং আমার নিজের একটি দোকান হবে। এই নিয়তে দান আরো বাড়িয়ে দিলাম। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই, ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি নিজের দোকান শুরু করেছি।

দান করুন

• নিয়মিত • সাধ্যমতো • আন্তরিকভাবে

কোয়ান্টাম সদস্যদের দিন শুরু হয় দান করে। সঙ্ঘবদ্ধ এ দানের অর্থে উপকৃত হচ্ছে অসহায় মানুষ; সমৃদ্ধি আসছে দাতার জীবনেও। এমনই কিছু অনুভূতি তুলে ধরা হলো–

নবীজীর (স) শিক্ষাই অনুসরণ করছে কোয়ান্টাম

মওলানা আব্দুল হালিম হিলালী
[খতিব, বায়তুল আমান, চট্টগ্রাম]

নবীজীর (স) সময়কালে সবার দান সংগ্রহ করে সুপরিকল্পিতভাবে বঞ্চিতের সেবায় ব্যয় হতো। কোয়ান্টাম নবীজীর (স) এই শিক্ষাই অনুসরণ করছে। এ দানের অর্থে এতিমদের যেভাবে লালনপালন করা হয় তা প্রশংসার যোগ্য।

কেউ হয়তো ব্যক্তিগতভাবে ১০০/ ৫০০ বা হাজার টাকা দান করলেন। কিন্তু কোয়ান্টামে সবার দান একত্র করে সেই অর্থ অসহায় মানুষের জন্যে ব্যয় হয়। ফলে প্রত্যেক দাতাই হন কল্যাণের অংশীদার। তাই একক দানের চেয়ে সঙ্ঘবদ্ধ দানের কার্যকারিতা অনেক বেশি। আমি নিয়মিত সকালে নাশতার আগে দান করি। এতে সারাদিন আমি মহান আল্লাহর রহমত অনুভব করি। আমাদের সবার এ বরকতায়ন কার্যক্রমে যুক্ত হওয়া উচিত।

দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেলাম

ইঞ্জিনিয়ার মো. মিজানুর রহমান
[কান্ট্রি ম্যানেজার-বাংলাদেশ, কিরবি বিল্ডিং সিস্টেমস]

একদিন সন্ধ্যার পর আমি বাসায় ফিরছিলাম। আমার গাড়িচালক স্বাভাবিক গতিতেই গাড়ি চালাচ্ছিল। হঠাৎ একটি কাভার্ড ভ্যান পেছন থেকে গাড়িকে ধাক্কা দিল। প্রচণ্ড শব্দ হলো। গাড়ির কাচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। গাড়ির পেছনের অংশ পুরোটাই দুমড়ে-মুচড়ে গেল। পাশের দরজা খুলছিল না বলে কষ্ট করে সামনের দরজা দিয়ে বের হলাম। ততক্ষণে লোকজন সাহায্যের জন্যে ছুটে এসেছে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম—ড্রাইভার সুস্থ আছে। আমারও তেমন কোনো আঘাত লাগে নি।

আমার জীবনে এটি একটি অবিশ্বাস্য ঘটনা। প্রতিদিন আমি সকালে নাশতার আগে এবং অফিসে গিয়ে কাজ শুরু করার আগে দানের অর্থ মাটির ব্যাংকে রাখি। এতে আমি মানসিক প্রশান্তি পাই।

আমি ও আমার সন্তান দুজনই ভালো আছি

নাহিদ আক্তার
[এক্সিকিউটিভ অফিসার, প্রিমিয়ার ব্যাংক লি., চট্টগ্রাম]

বিয়ের দীর্ঘ ছয় বছর পর আমি সন্তানের মা হয়েছি। এজন্যে সন্তানসম্ভবা অবস্থায় কিছুটা দুশ্চিন্তা কাজ করত। তাই নিজের ও সন্তানের সুস্থতার নিয়তে আমি নিয়মিত দানের অর্থ মাটির ব্যাংকে রাখতাম।

এ-ছাড়াও ঐ সময় আমি একবার অফিসে চেয়ার থেকে এবং আরেকবার বাথরুমে পড়ে যাই। এ ঘটনায় বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমার ও গর্ভস্থ সন্তানের কোনো ক্ষতি হয় নি। এমনকি আমাকে কোনো ওষুধও খেতে হয় নি। সময়মতো সুস্থ প্রাণবন্ত একটি পুত্রসন্তান জন্ম নিল। সে এবছর স্কুলে ভর্তি হয়েছে।

এক-পঞ্চমাংশ দান করি

এডভোকেট মো. গোলাম রব্বানী
[আইনজীবী, সুপ্রীম কোর্ট]

ধর্মীয় নির্দেশনাগুলো আমি আন্তরিকতার সাথে পালনের চেষ্টা করি সবসময়। তবে নিয়মিত দানের বিষয়ে আমি সচেতন ছিলাম না। কিন্তু আল কোরআন বাংলা মর্মবাণীতে দানের আয়াতগুলো যেদিন পড়লাম, আমি এ বিষয়ে সচেতন হলাম।

মাসিক আয়ের বা যে-কোনো উপার্জনের অর্থ পাওয়ার সাথে সাথেই আমার প্রথম কাজ হলো—সেখান থেকে পাঁচ ভাগের একভাগ কোয়ান্টামে দান করা। তারপর আমি বাকি টাকা ব্যয় করি পরিবারের জন্যে ও আনুষঙ্গিক প্রয়োজনে। এতে এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব করি যে, অসহায় বঞ্চিতের জন্যে আমি আমার দায়িত্ব পালন করছি।

নিয়মিত দানের ফলে আমার জীবনাচারেও ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। এ দানের বরকত সত্যিই বহুগুণে ফিরে আসে। আমার পরিবারের সদস্যরা নিয়মিত দান করে। এতে সবার শারীরিক সুস্থতা বেড়েছে, সাথে উপার্জনেও বরকত এসেছে।

শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে স্বর্ণপদক পেলাম

রোকসানা আরা রুহি
[শিক্ষার্থী, জীববিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়]

মাস্টার্সের প্রথমদিন থেকেই আমার মনছবি ছিল—আমার সিজিপিএ হবে ৩.৯। নিয়মিত পড়াশোনার পাশাপাশি এ লক্ষ্যে দান করতে থাকি। এসময় মাস্টার্স থিসিসের জন্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে ৫৪ হাজার টাকা বৃত্তি পেলাম। তখন মানত করলাম—মনছবি পূরণ হলে ১০ হাজার টাকা কোয়ান্টামে দান করব।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ! আমি 'ফোর আউট অফ ফোর' পেয়ে ডিপার্টমেন্টে প্রথম হলাম। ২০১৫ সাল পর্যন্ত আমার ডিপার্টমেন্টে কেউ মাস্টার্সে এ রেজাল্ট করে নি। ২০১৬ সালে কৃতী শিক্ষার্থী হিসেবে আমি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে স্বর্ণপদক পেলাম। এম. ফিলের জন্যেও দুবার শিক্ষাবৃত্তি পেয়েছি। পর পর তিন বার শিক্ষাবৃত্তি পাওয়ার ঘটনা আমার ডিপার্টমেন্টে এই প্রথম।

রেজাল্ট ভালো হচ্ছে

হোসাইন আব্দুল্লাহ
[শিক্ষার্থী, বিটিসিএল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]

আমার মা ও ভাইয়া নিয়মিত দানের অর্থ মাটির ব্যাংকে জমা রাখেন। তাদের দেখেই আমি দান করতে শিখেছি।

আমি মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করি, কিন্তু পরীক্ষার আগে আমার ভয় হতো। নিয়মিত দান শুরু করার পর পরীক্ষা নিয়ে আমার কোনো ভয় হয় না। আমার রেজাল্টও আগের চেয়ে ভালো হচ্ছে।

সঞ্চবদ্ধ দানের বরকত বেশি

ডা. সুমনা চৌধুরী
[শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল]

২০১৪ সাল থেকে আমি নিয়মিত দান করছি। এতে আমি এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি পাই। কারণ কোনো ভিক্ষুক বা অবহেলিত মানুষকে এককভাবে দান করলে তার কতটুকু উপকার হবে বা এই অর্থের যথাযথ মূল্যায়ন সে করবে কিনা, তা আমি জানি না। কিন্তু কোয়ান্টামে সঞ্চবদ্ধ দান সঠিকভাবে ব্যয় করা হচ্ছে এবং উপকৃত হচ্ছে অনেক মানুষ। তাই এ দানের বরকতও বেশি।

তিন বছর ধরে আমি আয়ের পাঁচ ভাগের একভাগ প্রতিমাসেই দান করছি। ফলে আমার নিজের ও পরিবারের সাফল্য বাড়ছে।

এটি আস্থার একটি জায়গা

আফরোজা জামিল কংকা
[চিত্রশিল্পী]

আমি চার বছর ধরে নিয়মিত কোয়ান্টামে দান করছি। দান করা আমার প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এর সুফলও আমি পেয়েছি। তবে শুধু নিজের প্রাপ্তির জন্যে আমি দান করি না। আমি জানি যে, এই দানের অর্থ আমাদের সমাজের অবহেলিত কিছু শিশুর লালনপালনে ও সেবামূলক কাজে ব্যয় হয়।

আমি মনে করি, আমার দানের অর্থ ভালো কাজে ব্যয় হচ্ছে—এটা ব্যক্তিগত উপকারের চেয়েও আনন্দের। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আমার আস্থার একটি জায়গা।

ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি হচ্ছে

নাজমুল ইসলাম স্বপন
[ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এবিসি ইলেক্ট্রিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লি.]

দুবছর আগে আমাদের পারিবারিক ব্যবসায় জটিলতা দেখা দেয়। আমাদের সাথে যিনি পার্টনারশিপে ব্যবসা করতেন, হঠাৎ তিনি সরে দাঁড়ান। তার অংশটা কিনতে হলে এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের চার কোটি টাকা জোগাড় করতে হবে। না হলে ব্যবসার অংশীদারিত্ব হারাতে হবে।

কোনো উপায় না পেয়ে আমি সমস্যামুক্তির নিয়ত করে কোয়ান্টামে দান করলাম। চার দিনের মধ্যে অপ্রত্যাশিত কিছু জায়গা থেকে আমরা প্রয়োজনের চেয়েও অতিরিক্ত টাকা পেয়ে গেলাম। এখন দিন দিন আমাদের ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি হচ্ছে।

দানের প্রাপ্তিটা অনেক বড়

সুলতানা রাজিয়া
[গৃহিণী]

একদিন আমি রিকশায় করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি বাস এসে সজোরে ধাক্কা দেয়। বাসের চাকার সাথে রিকশার চাকা লেগে যায়, তবুও চালক বাসটি থামায় নি। একপর্যায়ে রিকশাটি ভেঙে যায়। আমি পড়ে যাই এবং কীভাবে যেন সাথে সাথে উঠেও দাঁড়াই। পায়ে সামান্য কেটে যায়, এ-ছাড়া তেমন আঘাত পাই নি। সেদিন দান করে বাসা থেকে বেরিয়েছিলাম। আমার বিশ্বাস—দানের কল্যাণেই আল্লাহ আমাকে এত বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন।

নিশ্চয়ই যারা তাদের উপার্জন থেকে রাতে বা দিনে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, সচ্ছল বা অসচ্ছল অবস্থায় দান করে, তাদের জন্যে তাদের প্রতিপালকের কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় বা পেরেশানি থাকবে না। *–আল কোরআন ২:২৭৪*

সর্বোত্তম দান হচ্ছে, নিজের শ্রম দ্বারা অর্জিত অর্থ থেকে সাধ্যমতো দান করা। *–বোখারী*

নিঃশর্ত দানের জন্যে রয়েছে চমৎকার পুরস্কার। তারা লাভ করে আশীর্বাদধন্য দীর্ঘজীবন ও অমরত্ব। *–ঋগ্‌বেদ ১:১২৫.৬*

অভাবীদের সাহায্য করো। ঈশ্বরের সন্তুষ্টিমূলক কাজে অগ্রগামী থাকো। *–রোমীয় ১২:৯-১৩*

দানের অনন্ত কল্যাণ সম্পর্কে আমি যা জানি, যদি মানুষ তা জানত, তাহলে কাউকে না দিয়ে সে অন্ন গ্রহণ করত না। *–মহামতি বুদ্ধ*
ইতিবুত্তক : ২৬

দান করুন সুখী হোন

হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল ও ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা

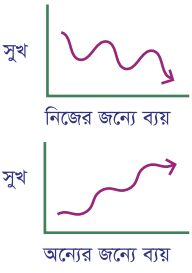

এ গবেষণায় নেতৃত্ব দেন ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজিস্ট এলিজাবেথ ডান। এতে ছয় শতাধিক মার্কিন স্বেচ্ছাসেবকের কাছে জানতে চাওয়া হয়—কীসে তারা আনন্দিত ও সুখী হন, তাদের বার্ষিক আয়-ব্যয় এবং মানুষের সেবায় অনুদানের পরিমাণ। ড. ডান বলেন, এদের সুখের ক্ষেত্রে আয়ের পরিমাণের ভূমিকা সামান্য; বরং অন্যের প্রয়োজনে যারা ব্যয় করেন তারাই আছেন অধিকতর সুখী মানুষের তালিকায়।

বোস্টনের একটি প্রতিষ্ঠানের ১৬ জন কর্মীর ওপর গবেষণায় দেখা গেছে, যারা বার্ষিক বোনাসের একটি অংশ সেবামূলক কাজে ব্যয় করেছেন তারা অন্যের চেয়ে বেশি সুখী ছিলেন।

আরেকটি গবেষণায় স্বেচ্ছাসেবকদের প্রত্যেককে দিনে পাঁচ থেকে ২০ ডলার দিয়ে বলা হয়, এটা তারা যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করতে পারেন। দেখা গেছে, যারা অন্যের কল্যাণে ব্যয় করেছেন তারাই বেশি সুখী। ড. ডান বলেন, ইংল্যান্ড এত ধনী হচ্ছে কিন্তু এর সাথে পাল্লা দিয়ে মানুষ কেন অসুখী হয়ে পড়ছে, তার রহস্য হয়তো এসব ফলাফলেই লুকিয়ে আছে। এর সমাধানও দিয়েছেন ড. ডান—সুখী হওয়ার জন্যে দিনে পাঁচ ডলারও যথেষ্ট, যদি তা অন্যের কল্যাণে ব্যয় করা হয়। তাই দান করুন, সুখী হোন।

বরকতায়ন কার্যক্রম

দুই যুগ ধরে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সৃষ্টির সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে স্ব-অর্থায়নে, যার প্রধান উৎস মাটির ব্যাংক। এ সঙ্ঘবদ্ধ দানে উপকৃত হচ্ছে দেশের বঞ্চিত জনগোষ্ঠী। আর দানের ফলে গ্রহীতারা যেমন উপকৃত হচ্ছেন, দাতারাও পাচ্ছেন প্রশান্তি ও সাফল্য। তাই আপনিও অংশ নিন বরকতায়ন কার্যক্রমে। অন্যকেও দানে উদ্বুদ্ধ করুন। পরিবারে প্রত্যেকের জন্যে রাখুন আলাদা মাটির ব্যাংক।

? *মাটির ব্যাংকে জমাকৃত দানের অর্থ অমুসলিমদের জন্যেও ব্যয় করা হয়। একজন মুসলিম কি এখানে দান করতে পারে?*

উত্তর : মুসলমান-অমুসলমান তো পরের কথা, খলিফা হওয়ার পর ওমর (রা) বলেছিলেন, 'ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি বিড়ালও না খেয়ে মারা যায়, আমি ওমরকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে হবে।' তখন খেলাফতের অধীনে অনেক অমুসলিম বাস করত। রাষ্ট্র তাদেরকে বঞ্চিত করে নি, তাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করেছে। তাহলে আমরা কীভাবে তাদের বঞ্চিত করব?

তাছাড়া বিদেশি সাহায্য বা রিলিফ যখন আসে, আপনি কি ভেবে দেখেন, এই সাহায্যটা আমাকে মুসলমান দিয়েছে, নাকি হিন্দু বা খ্রিষ্টান দিয়েছে? গ্রহণ করার সময় জিজ্ঞেস করছেন না। তাহলে দান করার সময় কেন জিজ্ঞেস করবেন?

অসুস্থ হলে আপনি ভালো ও দক্ষ ডাক্তারের কাছে যান, নাকি ডাক্তার মুসলমান হিন্দু না খ্রিষ্টান—এটা বিচার করেন? মামলায় পড়লে আইনজীবীর ধর্ম বিচার করেন, নাকি তার যোগ্যতা বিচার করেন? একইভাবে যে সবচেয়ে উপযুক্ত, অর্থাৎ সবচেয়ে অবহেলিত-বঞ্চিতকেই দান করতে হবে। তার ধর্মাধর্ম বিচার করা অমানবিক।

ধরুন, সড়ক দুর্ঘটনায় কিছু মানুষ আহত হলো। অমুসলমানদের রেখে শুধু মুসলমানদের আপনি হাসপাতালে নিয়ে যাবেন? আপনার বিবেক কি তাতে সায় দেবে? প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আপনি বিপন্ন মানুষের ধর্ম জিজ্ঞেস করবেন, নাকি তাকে উদ্ধার করবেন? উদ্ধার করাটাই তো মানবিকতা। এটাই আল্লাহর রসুলের নির্দেশ।

নবীজীকে (স) আল্লাহ তায়ালা রহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে পাঠিয়েছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি তথা সমগ্র মানবজাতির জন্যে রহমতস্বরূপ। তিনি সকল মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন। তিনি অভুক্ত প্রতিবেশীর কথা বলেছেন, অভুক্তের ধর্ম বিচার করতে বলেন নি। অতএব তাঁর অনুসারী হিসেবে আমাদেরও সকল দুর্গত মানুষের জন্যে কাজ করা উচিত। সেটাই হবে নবীজীর (স) প্রতি আমাদের ভালবাসার প্রকাশ।

? *দান কি আমার ইচ্ছেমতো করব? নাকি এ ব্যাপারে স্রষ্টার কোনো নীতিমালা আছে?*

উত্তর : এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন—'(হে বিশ্বাসীগণ!) তোমার প্রিয় ও পছন্দের জিনিস থেকে দান করতে না পারলে তুমি কখনো সত্যিকারের ধার্মিক হতে পারবে না। অন্যের জন্যে তুমি যা-কিছু ব্যয় বা দান করো আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন।' (সূরা আলে ইমরান : ৯২)

অর্থাৎ ছেঁড়া পরিত্যক্ত পোশাক দান করলে কিংবা হাজার টাকা দানের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ১০ টাকা দান করলে তা স্রষ্টার পছন্দনীয় না-ও হতে পারে। আমরা যারা ব্যবসায়ী/ চাকরিজীবী, তারা প্রতিদিন পরিশ্রম করি উপার্জনের জন্যে। আল্লাহও প্রতিদিন আমাদের রিজিক দেন। তেমনি দানও প্রতিদিন হওয়া উচিত। তাই আপনার যা আছে তা থেকে নিয়মিত দান করুন। অস্থিরতা ও বালা-মুসিবত থাকবে না। আসবে প্রশান্তি সাফল্য প্রাচুর্য।

সঙ্ঘবদ্ধ দানে উপকৃত লাখো মানুষ

● জাতীয় শিশু-কিশোর কুচকাওয়াজে টানা ৫ বার প্রথম ● ক্রীড়ানৈপুণ্যে পর পর ৪ বার দেশসেরা

সাড়ে ১৩ লক্ষাধিক ইউনিট সরবরাহ

সুস্থ সন্তান জন্ম দিয়েছেন ২৭,২১৭ জন মা

অসহায় প্রবীণদের আশ্রয়

বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন ৪,৬৩,৫৪৬ জন

দিন শুরু হোক দানে

দান। সুখী হওয়ার অব্যর্থ সূত্র। শাশ্বত ধর্মীয় শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যা আজ প্রমাণিত। অন্যের কল্যাণে দান করলে প্রাকৃতিক নিয়মেই দাতার জীবনে আসে প্রাচুর্য, কল্যাণ ও নিরাপত্তা। তাই সুখী জীবন গড়তে আপনার দিন শুরু হোক দান করে।

পরিবারে শিশুদের মাঝেও গড়ে উঠুক দানের অভ্যাস। দাতা হওয়ার এই চর্চার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে সমমর্মী প্রজন্ম ও মানবিক মহাসমাজ।

মাটির ব্যাংক সংগ্রহ করতে ও জমা দিতে যোগাযোগ করুন আপনার নিকটস্থ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের অফিসে :
quantummethod.org.bd/findus

http://donate.quantummethod.org.bd

দানের ভিডিও দেখতে

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

কেন্দ্রীয় দফতর : ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭। **ফোন :** ২২২২২১৪৪১, ০১৭১৪-৯৭৪৩৩৩
E-mail : info@quantummethod.org.bd
কাকরাইল : ১/১ পায়োনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, কাকরাইল
ঢাকা-১০০০। **ফোন :** ২২২২২৫৭৫৬, ০১৭১১-৬৭১৮৫৮

April 2022